কিন্তু সংবেদনের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেবার ফলে 'সাধারণ ধারণা'র সম্ভাব্যতাকে কখনই তিনি সঙ্গতিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি।

বার্কলির মতে সাধারণ ধারণা

বার্কলি 'অমূর্ত ধারণা' স্বীকার না করলেও 'সাধারণ ধারণা'র অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। প্রত্যক্ষ বা কল্পনাপ্রসূত—যাই হোক না কেন, ধারণাগুলি প্রকৃতিগতভাবেই মূর্ত (concrete) এবং সেজন্য 'অমূর্ত ধারণা' স্ববিরোধিতা সৃষ্টি করে। 'সাধারণ ধারণা'র প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি ছয়টি সম্ভাব্য উপায়ের কথা বলেছেন যার সাহায্যে জ্ঞানের সার্বিকীকরণের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। (১) বিশেষ বস্তুসমূহ (particular thing), অথবা (২) বিশেষ প্রতিরূপ (particular images), অথবা (৩) নাম (names), অথবা (৪) অর্থ (meanings), অথবা (৫) চিহ্ন বা সংকেত (signs), অথবা (৬) প্রত্যয় (notions)। বিভিন্ন গ্রন্থে পর্যায়ক্রমে তিনি সার্বিকীকরণের সবকটি সম্ভাব্য উপায় নিয়েই আলোচনা করেছেন। তবে পরিণত কালে তিনি প্রত্যয়কেই (notion) বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন যখন তিনি 'আত্মা' (spirits), তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং বিভিন্ন আত্মার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন। *Commonplace Book* (১৭০৬-১৭০৮)-এ 'নাম' এবং 'অর্থ'-র উপরই বেশি জোর দিয়েছেন বার্কলি। আবার *Principles* (১৭১০)-এ 'নাম'কে বর্জন করে 'বিশেষ বস্তু', 'বিশেষ প্রতিরূপ' এবং 'অর্থ'-র উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। *Alciphrons* (১৭৩২)-এ 'চিহ্ন' বা 'সংকেত'-এর কথাই সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

সার্বিকীকরণের উপরোক্ত ছয়টি উপায়ের মধ্যে 'বিশেষ বস্তু এবং তার প্রতিরূপ' সম্পর্কীয় মত এবং 'নামবাদ' সবচেয়ে প্রচলিত। বার্কলির মতে একটি বিশেষ বস্তু বা তার প্রতিরূপ সার্বিকতা প্রাপ্ত হয় যখন তারা সদৃশ সকল বস্তুর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। যেমন, জ্যামিতির নীতি অনুযায়ী 'ত্রিভুজের তিনটি বাহু দুই সমকোণের সমান'। একটি বিশেষ ত্রিভুজ সম্পর্কে এই নীতিটি বলা হলেও এই নীতিটি সাধারণভাবে সকল ত্রিভুজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। একইভাবে 'একটি লাইন' বা 'ত্রিভুজ'-এর প্রতিরূপ জ্যামিতির প্রমাণ হিসাবে কাজ করে। একমাত্র 'প্রতিরূপ'ই (image) দুভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। প্রথমত, প্রতিরূপ সর্বদাই কোনো সংবেদনলব্ধ বস্তুর আকৃতির প্রতিরূপ হয় এবং ফলে সেই সংবেদনলব্ধ বস্তুটির আকৃতি সদৃশ সকল সংবেদনলব্ধ বস্তুর আকৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। বার্কলি বলেন,

> An idea, which considered itself a particular becomes general by being made no response or stand for all other particular idea of the same sort.
>
> [*Introduction to Principles*, Sec. 12]

বার্কলির প্রথম দিকের রচনা *Commonplace Book*-এ তিনি দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক শব্দ একই নামের অন্তর্গত হলে তাদের একপ্রকার তাৎপর্য থাকে যার দ্বারা সদৃশ সব বিশেষ বস্তুর প্রতিই সেগুলি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু তাঁর পরিণত কালের রচনা *Principles*-এ এই চরম নামবাদকে (extreme nominalism) তিনি প্রত্যাহার করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এমন কোনো নির্দিষ্ট তাৎপর্যমণ্ডিত বস্তু নেই যা একই সঙ্গে একটি 'সাধারণ নাম'-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

জড়বাদ খণ্ডন

একটি অমূর্ত ধারণা হিসাবে বার্কলি 'জড়ের ধারণা' খণ্ডন করেছেন। তাঁর দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল অ-জড়বাদ (immaterialism) প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর সংবেদনবাদকে তিনি বিজ্ঞানের (যা জড় ও গতিকে সমর্থন করে) বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন অধ্যাত্মবাদী, যদিও তার সমর্থনে তিনি কোনো যুক্তি দেননি। তবে একজন অধ্যাত্মবাদী হিসাবে জড়বাদ খণ্ডন করা তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল। এই নেতিবাচক দিকটি তাঁর দর্শনে অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে।

জড়বাদ খণ্ডন করার জন্য তিনি বিভিন্ন দিক থেকে এই মতটিকে আক্রমণ করেছেন—

১. 'জড়' ব্যতীত ধারণার কোনো অস্তিত্ব নেই—একথা প্রমাণের জন্য তিনি লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের (representative realism) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে, বস্তুকে সরাসরি জানা যায় না। কেবলমাত্র তার প্রতিনিধিস্বরূপ ধারণার মাধ্যমেই তাকে জানা যায়। কিন্তু বার্কলির প্রশ্ন হল, যদি আসল বস্তুকে কখনোই জানা না যায়, তাহলে সেটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব যাচাই করা যাবে কীভাবে? এর থেকে বার্কলি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে যতক্ষণ আমরা বহির্জগতে বিশ্বাস করব, সংশয়বাদী (sceptic) হিসাবে নিন্দিত হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই। লকের মতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বহির্জগতের বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি। বার্কলি বহির্জগতের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে কেবলমাত্র মনের ধারণাকেই একমাত্র সত্য বলে বিবেচনা করেছেন।